ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্বাধীনতা বিরোধীদের আশ্রয়স্থল: ফজলুর রহমান



সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘স্বাধীনতাবিরোধী ও অমানুষদের কারখানা’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্য মো. ফজলুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গোলাম আজম ও মতিউর রহমান নিজামীর ছবি টাঙিয়ে তাঁদের জাতির নেতা হিসেবে উপস্থাপনের সমালোচনা করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার প্রয়োজন কী।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ফজলুর রহমান বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীসের লেখাপড়া? এখানে তো কারও ভর্তি হওয়া উচিত না। এটা তো একটা মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা। অমানুষদের একটা জায়গা হয়েছে এটা। কী দরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে?’

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের এই সংসদ সদস্য বলেন, একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির শিক্ষা, অধিকার ও মুক্তির আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, নাজমা চৌধুরী, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ ও হুমায়ূন আহমদের মতো ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে তিনি বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় একসময় বাঙালির মুক্তির পথ দেখিয়েছে, সেখানে এখন স্বাধীনতাবিরোধীদের ছবি টাঙানো হচ্ছে এবং তাঁদের জাতির নেতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

দেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফজলুর রহমান বলেন, বাঙালির নেতা হিসেবে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান মনে রাখতে হবে। ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বারের আত্মত্যাগও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে অনেক তরুণ পরিবার ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে গেলে দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি প্রতিষ্ঠা পাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে এই সংসদ সদস্য বলেন, তিনি আরও পাঁচ বছর বেঁচে থেকে বাংলাদেশ বাঙালির দেশ হিসেবেই থাকবে, নাকি ‘রাজাকারদের পাকিস্তান’ হয়ে যাবে, তা দেখে যেতে চান। মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান ও নিরাপত্তাহীনতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।